তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৬৫

**প্রতিকূল বিশ্বেও দেশের অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখছে গার্মেন্টস ও এক্সেসরিজ শিল্প**

**– তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিশ্বমন্দার ভেতরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনীতির চাকা সচল রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে গার্মেন্টস ও এক্সেসরিজ শিল্প বিশাল ভূমিকা রেখেছে এবং রাখছে।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সময় দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৫ থেকে ৬ শতাংশ। সেটি এখন প্রায় ৩৫ শতাংশ। এখানেও তৈরি পোশাক ও সহযোগী শিল্পের বড় ভূমিকা রয়েছে।

আজ রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটির নবরাত্রি হলে বিজিএপিএমইএ এক্সপোর্ট ট্রফি ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, করোনার সময় সমগ্র পৃথিবী যখন থমকে ছিল, তখনও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টির পরিকল্পনা ও কার্যকর প্রণোদনা প্যাকেজের কারণে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল ছিল। সে সময়ে আমরা মাথাপিছু আয়ে ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছি। ১৪ বছর আগে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের ৬০তম জিডিপির দেশ, আজ আমরা ৩৫তম বৃহৎ জিডিপি। আর পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটিতে বিশ্বের ৩১তম দেশ।

এ সময় অত্যাধুনিক এই যুগে জাতির আত্মিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ওপরও গুরুত্ব দেন সম্প্রচারমন্ত্রী। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নত মানবিক রাষ্ট্র গঠন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) আয়োজিত ১১ থেকে ১৪ জানুয়ারি চারদিনের আন্তর্জাতিক মেলা ‘গ্যাপেক্সপো’র সমাপনী দিনে এ ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন মতি সভাপতিত্ব করেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এএইচএম আহসান এবং বিজিএমইএ’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এসএম মান্নান কচি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন।

সরাসরি রপ্তানিতে এপিলিওন লিমিটেডের চেয়ারম্যান রিয়াজ উদ্দিন আল মামুন প্রথম, মনট্রিমস লিমিটেডের পরিচালক আসাদুর রহমান শিকদার দ্বিতীয়, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়াজ রহমান শাকিব তৃতীয় এবং গ্রীন হাউস সত্ত্বাধিকারী নূর ই নাজনীন খানের হাতে নারী উদ্যোক্তা ট্রফি তুলে দেন মন্ত্রী।

এছাড়া এসোসিয়েশনের ১ হাজার ৯ শ’ সদস্যের মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ক্যাটেগরিতে মোট নয়জন ‘অনুমিত রপ্তানি (Deemed Export) ট্রফি’ লাভ করে।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৬৪

**বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিকায়নে কাজ করছে**

**--শিল্পমন্ত্রী**

নরসিংদী, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিকায়নে কাজ করছে। সরকার কৃষকদের উন্নতমানের বীজ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সহযোগিতা করায় কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

আজ নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলা অডিটোরিয়ামে উপজেলা কৃষকলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, যত দুর্ভিক্ষই পৃথিবীতে থাকুক না কেন, যদি আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মেনে খাদ্য উৎপাদন ঠিক রাখতে পারি কোনো আন্দোলন কোনো চক্রান্ত বর্তমান সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে পারবে না।

মনোহরদী উপজেলা কৃষকলীগের আহ্বায়ক রমজান আলীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা কৃষকলীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নজরুল ইসলাম রিপন।

#

মাহমুদুল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৯ হাজার ৪০৫ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৬২

**বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যথাযোগ্য সম্মান দেয়া হয়েছে কি না এ নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন। আমি মনে করি, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ১৯৭২ সালের ২৪মে কাজী নজরুল ইসলামকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকায় এনে জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুলকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলামোটরস্থ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি) টাওয়ারের স্যামসন এইচ চৌধুরী মিলনায়তনে ‘জেমস অভ্‌ নজরুল’ এর শিল্পীবৃন্দের পরিবেশনায় নজরুল সংগীতের একক ভিডিও অ্যালবাম প্রকাশ ও নজরুল সংগীত শিল্পীদের ডিজিটাল ডিরেক্টরি প্ল্যাটফর্মের কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা কবি নজরুল ৭৭ বছরের জীবনে ৩৪ বছর ১২০ দিন নির্বাক ছিলেন। সবমিলিয়ে সাহিত্যচর্চা করতে পেরেছেন মাত্র ২২ বছর। এছাড়া নজরুল এমন সময়ে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন যখন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছিলেন এবং সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেন, যদি নজরুল দীর্ঘ সময় নির্বাক না থাকতেন এবং অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে না উঠতেন, তবে বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি আকাশকে স্পর্শ করতে পারতেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন ‘জেমস অফ নজরুল’ এর আহ্বায়ক বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী সাদিয়া আফরিন মল্লিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসের এজাজ বিজয় এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর সৈয়দ সাদ আন্দালিব।

শুদ্ধ সুরে নজরুল সংগীত পরিবেশনার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্লী সুমন চৌধুরী। সর্বাধুনিক রেকর্ডিং কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেন বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক ইবরার টিপু।

উল্লেখ্য, কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমূল্য সংগীতরাজি শুদ্ধ সুরে উপস্থাপন, নজরুল সংগীত শিল্পীদের শুদ্ধ সুরে প্রশিক্ষিত করে পরিবেশনায় উদ্বুদ্ধকরণ, পরিবেশনায় নান্দনিকতা, আধুনিক পরিমণ্ডলে প্রযুক্তির সুষম মেলবন্ধনে উপস্থাপিত গানগুলোর ভিডিও ধারণ ও প্রচারের মাধ্যমে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি স্বপ্নগুলোকে বুকে ধারণ করে বিশিষ্ট নজরুলগীতি শিল্পী সাদিয়া আফরিন মল্লিকের উদ্যোগে ‘জেমস অভ্‌ নজরুল’ যাত্রা শুরু করে ২০১৬ সালে।

#

ফয়সল/ পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৬১

**যে সমাজ জ্ঞানী-গুণিজনের কদর করে না, সে সমাজে জ্ঞানী- গুণিজনের সৃষ্টি হয় না**

**-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যে সমাজ জ্ঞানী-গুণিজনের কদর করে না, সে সমাজে জ্ঞানী-গুণিজনের সৃষ্টি হয় না। সমাজ সচেতন মানুষের সম্মিলিত মেধা, মনন ও কর্ম-প্রয়াস একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ বির্নিমাণের সহায়ক শক্তি।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় গুণিজন ও সমাজ সংগঠকদের সাথে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের আলোকে নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর হাত ধরে যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল সেটি এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশেষ কর্মযজ্ঞে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি বলেন,সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯ লাখ হতে ৫৭ দশমিক শূন্য ১ লাখে উন্নীত করেছে। অবহেলিত জনপদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ননীতিতে দেশব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও অবকাঠামোখাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে।

তিনি বরিশালবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও স্বচ্ছলতা আনয়নে সরকারের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক সংগঠনগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে তিনি সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

 আহসান/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০

**সিলেট বিভাগের সকল সমস্যা দূর করা হবে  
 - পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সিলেট বিভাগের সকল সমস্যা দূর করা হবে। বর্তমানে কিছু সমস্যা  থাকলেও কোনো সমস্যাই সমস্যা থাকবে না। সিলেটবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে একযোগে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সিলেট বিভাগে পাঁচজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী উপহার দিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে হয়নি। সকলেই সিলেট বিভাগের উন্নয়নে কাজ করছেন, ফলে সিলেট বিভাগের রেলপথ, আকাশপথ ও সড়কপথে সমভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সিলেট বিভাগ যোগাযোগ ও উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী এসময় তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিলেট বিভাগে চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মৌলভীবাজারের লাঠিটিলায় সাফারি পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে কেবল কার স্থাপন করার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। হাওর বাওর জলাভূমির সিলেট বিভাগের হাওর ও জলাশয় খননকার্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে দেশের সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম, পরিবার সবার উন্নয়ন হয়েছে।

সিলেট বিভাগ যোগাযোগ ও উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ডক্টর আহমেদ আল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন, বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী এবং হবিগঞ্জের সংসদ সদস্য শাহনেওয়াজ মিলাদ গাজী এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯

**নির্বাচন পর্যন্ত বিএনপি আন্দোলন আন্দোলন খেলা করবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি) :

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য  ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে, সে পর্যন্ত বিএনপির হরতাল, অবরোধ, গণসমাবেশ, গণঅবস্থান, মানববন্ধনসহ আন্দোলন আন্দোলন খেলা চলতে থাকবে। তবে আমি মনে করি, নির্বাচনের আগ মুহূর্তে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আর তারা যদি মনে করে সরকারের পতন ঘটিয়ে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে, সেটি অবাস্তব ও সংবিধানবিরোধী। দেশে সংবিধান অনুযায়ী সময়মতো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।

আজ টাঙ্গাইলের মধুপুরে বঙ্গবন্ধু আকাশী ক্লাব আয়োজিত ১৫তম ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাবে, এটি বিএনপির অবাস্তব ও অলীক স্বপ্ন। ২০০৮ সালের নির্বাচনকে তারা মেনে নেয়নি, ২০১৪ সালের নির্বাচনকে তারা বর্জন করে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০১৫ সালে একটানা ৯০ দিন হরতাল অবরোধ করেছে, মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। শেখ হাসিনার পতন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবেন না বলে খালেদা জিয়া বিএনপির অফিসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ৯০ দিন আন্দোলনের পর মুখে কালিমা মেখে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে খালেদা জিয়া গুলশানের বাসায় ফিরে গিয়েছিলেন। তারা সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি৷ ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা সুবোধ বালকের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল।

আবহমান বাঙালি ঐতিহ্য রক্ষায় সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ঘোড়দৌড় আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। সুস্থ বিনোদনের পাশাপাশি ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। পুরো মধুপুর উপজেলায় উৎসব আনন্দের আবহ তৈরি হয়। সেজন্য, ঘোড়দৌড়, নৌকাবাইচ, হাডুডুসহ সকল লোকজ সংস্কৃতিকে আমাদের ধরে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে ছোটমনির এমপি, মধুপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছরোয়ার আলম খান আবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার শফি উদ্দিন মনি, পৌর মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৫৮

**জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে নিয়ে এদেশকে অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি- ‘গয়েশ্বর রায় আর মির্জা ফখরুলরা বলছে-আমাদের স্বাধীনতা নাকি বাইচান্স চলে এসেছে’। এর জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাইচান্স নেতা হচ্ছে খুনি জিয়াউর রহমান। যিনি বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যা করে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, বঙ্গবন্ধুর খুনি ও স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে নিয়ে এদেশকে অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল। মানুষের অধিকারকে হরণ করেছিল। বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা করেছিল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে আজকে তারা ব‍্যর্থ হয়ে ইতিহাস বিকৃত করছে। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস বিকৃত করছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মিরপুরে বাংলা স্কুল ও কলেজে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত হতদরিদ্র শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে; যেমনটি তারা করোনা মহামারির সময়ে মানুষের পাশে ছিল। অসহায় মানুষের পাশে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন‍্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকেই সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। দেশের মানুষও আওয়ামী লীগের সাথে আছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের সাথে আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণকে পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল উপহার দিয়েছেন। উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব‍্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে দুই হাজার পিছ কম্বল ও সোয়েটার বিতরণ করা হয়।

এসময় অন্যান্যের মধ‍্যে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মান্নান কচি এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার আব্দুর রউফ নান্নু বক্তব‍্য রাখেন।

**সাকরাইন (ঘুড়ি উৎসব) উদ্বোধন**

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী আজ পুরান ঢাকার মালিটোলায় সাকরাইন (ঘুড়ি উৎসব) ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মালিটোলা সেবা সমাজকল‍্যাণ সংঘ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এসময় অন্যান্যের মধ‍্যে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাকরাইন উৎসব পুরান ঢাকার একটি ঐতিহ‍্যবাহী প্রাচীন উৎসব। এ ধরনের উৎসব ঢাকাবাসীকে আরো বেশি ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৭

**লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ পৌষ (১৪ জানুয়ারি)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৫ জানুয়ারি ‘লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন মাসব্যাপী ‘লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩’ আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিল্প-সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয় বহন করে, চেতনাকে ঋদ্ধ করে। ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়াবাদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন শিল্পীগণ। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে ‘বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ‘বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন’ লোক ও কারুশিল্পের গবেষণা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

আওয়ামী লীগ সরকার বাঙালির হাজার বছরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এবং দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা গত ১৪ বছরে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সোনারগাঁও জাদুঘরকে বিশ্বমানের জাদুঘরে রূপান্তরিত করার কাজ এগিয়ে চলেছে। ফাউন্ডেশনের পুষ্প উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণদানের আদলে নির্মিত সুউচ্চ ভাস্কর্য বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতীক। এখানে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও শহিদ শেখ রাসেলের ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক বড় সরদার বাড়ি পুনঃসংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা দর্শকনন্দিত এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক।

ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী ‘লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব’ দেশীয় সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি আশা করি, এ মেলায় কর্মরত কারুশিল্পী, লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলাধুলা, পুতুলনাচ, গ্রামের অবহেলিত ও প্রথিতযশা শিল্পীদের সমন্বয়ে লোকসংগীতের আসর, জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, কবিগান ও পালাগান আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখবে, যা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সকলকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমি ‘লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

সরওয়ার/জুলফিকার/রবি/বুদ্ধ/মাসুম/২০২৩/১২১০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ